ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বিআর২০ বা নিজামী ব্রি উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের জাত। জাতটি ১৯৮৬ সালে জাতীয় বীজবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বিআর২০ সরাসরি বপনযোগ্য। বিআর২০ দেশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ জেলার জন্য উপযোগী।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার।
- চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৫%।

বিআর২০

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১১৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বিআর২০ হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপন :** ১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)। তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে ।

২. **বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমাণ :**

২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বপন : এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা ।

২.২. সারি করে বপন : সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেন্টিমিটার গভীর করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা।

২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতে : ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা।

এলসিসির মাধ্যমে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৩.১ ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিঙ্কসালফেট

২০ ৭ ৫ ৫ ০.৭

৩.২ ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।

৪. **আগাছা দমন :** বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।

৫. **রোগবালাই দমন :** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

৬. **ফসল কাটা :** ২০ আষাঢ় থেকে ২০ শ্রাবণের (৪ জুলাই-৪ আগষ্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

মন্তব্যঃ সম্প্রতি এ ধানে বাদামী দাগ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd